বেফাকসহ সকল হিফজ ও নূরানী বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

তাসহীলুল ক্বারী

কিতাবটিতে যা আছে

তাজভীদ, আকাইদ, মাসাইল ও মাসনূন দু'আ

সম্পাদনায়

হাফেজ মাওলানা মুফতি ফরিদ উদ্দীন কাজী

পেশ ইমাম, বাইতুস সালাম জামে মসজিদ

মধ্যবাড্ডা, বেপারীপাড়া, বাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

মোহতামিম, মাদরাসাতুল হাকিম আল ইসলামিয়া

বেপারীপাড়া, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

সংকলনে

হাফেজ মাওলানা মুফতি হোসাইন মুহা. ফেরদৌস

প্রাক্তন শিক্ষক ,মাদরাসা মারকাজুল হক

মধ্যবাড্ডা,আদর্শনগর,ঢাকা-১২১২

বর্তমান নায়েবে মোহতামিম,কোরআন শিক্ষাকেন্দ্র

মধ্যবাড্ডা, ঢাকা-১২১২।

সম্প্রীতি প্রকাশ

ভূমিকা

শুরু করলাম আল্লাহ তা'আলার নামে যিনি পরম করুনাময় ও অত্যন্ত দয়ালু। হাজারো কোটি দুরুদ ও সালাম সওয়ারে দু'আলম হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যিনি আমাদেরকে হেদায়েতের রাস্তা দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তারতীল ও তাজভীদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত কর।" আর এই ইলমে তাজভীদের উপর দীর্ঘ দিন গবেষণা চালিয়েছেন বহু বড় বড় মনীষী। কিভাবে সকল শ্রেণীর মানুষ অতি সহজেই তাজভীদ ও তারতীলের সঙ্গে কুরআন শরীফ পড়তে পারে।

আলহামদুলিল্লাহ, তাঁদের এই গবেষণার ফলে ছোট ছোট শিশুরাও আজ সহিহভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে সক্ষম অতি সহজেই। কিন্তু যে বইগুলো বাজারে পাওয়া যায়, তার মধ্যে কোন কোন বইয়ে অনেক বিষয় ছেড়ে দিয়েছে। আবার অনেক বইয়ে অনেক বিষয় কঠিনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা ছাত্রদের জন্য বোঝা কষ্টসাধ্য। আবার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কিতাবও প্রয়োজন হয়। তাই আমি এই বইয়ে জরুরী ইলমে তাজভীদ, মাসাইল, হাদীস ও মাসনূন দু'আ সমূহ একত্র করতে চেষ্টা করেছি। কোন কোন জায়গায় ছাত্রদের সুবিধার্থে সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রনও করা হয়েছে। যা নূরানী ও হিফজ ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলে আমার বিশ্বাস।

কিতাবটি নির্ভুল করতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। তারপরও কোন বিষয় বাদ বা ভুল থেকে যেতে পারে। যা আমরা অবগত হলে পরবর্তী সংস্করণে শুধরে নিব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা এই কিতাব ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন। আমীন!

বিনিত
হোসাইন মুহা. ফেরদৌস

জামিয়া বায়তুল আমান মিনার মসজিদ ও ইসলামি কেন্দ্র তাজমহল রোড মোহাম্মদপুর ঢাকার সিনিয়র মুহাদ্দিস ও বাইতুস সালাম জামে মসজিদের খতীব হাফেজ মাওলানা মুফতী কামরুল হাসান সাহেব দা. বা.-এর

অভিমত ও দু'আ

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা যেমন মহান, তাঁর পবিত্র কালামও তেমনই মহান। কুরআন কারীমকে তাজভীদ সহকারে তিলাওয়াত করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরযে আইন এবং ইলমে তাজভীদের যাবতীয় বিষয় জেনে রাখা ফরযে কিফায়া। তাজভীদ বিষয়ে হাফেজ মাওলানা মুফতি হোসাইন মুহা. ফেরদৌস সাহেব সংকলিত (তাসহীলুল ক্বারী) কিতাবটি আমি দেখেছি। এতে তাজভীদের সকল বিষয় সহজ সরল ও সাবলীল ভাষায় পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি মনে করি এ বইটি ইলমে তাজভীদ শিখতে আগ্রহীদের যথেষ্ট উপকারে আসবে। যা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বইটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা সহজে আত্মস্থ করে নিতে পারবে বলে মনে করি।

এই বইয়ে তাজভীদ, আকাইদ, মাসাইল, হাদীস ও মাসনুন দু'আসহ আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সংকলন করা হয়েছে। বিধায় হিফজ সমাপনকারী পরিক্ষার্থী ছাত্রদের পাথেয় হিসাবে কাজে আসবে। বইটি হিফজ ও নূরানী বিভাগের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা সংকলকের শ্রম ও উদ্দেশ্যকে কবুল করুন। আমিন।

বিনিত

২২/৭/১

কামরুল হাসান

স্বনামধন্য আলেমেদ্বীন, বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ, জামিয়া ইসলামিয়া মিফতাহুল উলুম মধ্যবাড্ডা মাদরাসার উস্তাদ ও মসজিদুল ফালাহ ঢাকা জামে মসজিদের খতীব হাফেজ মাওলনা মুফতী মাহমুদুল হাসান কাসেমী সাহেব দা. বা.-এর

দু'আ ও আভিমত

আল্লাহ তাআলা বলেন, "তারতীল ও তাজভীদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত কর।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "বহু তেলাওয়াতকারী কুরআনের তেলাওয়াত করে অথচ কুরআন তাহাকে লা'নাত করে।"

এই আয়াত ও হাদীস থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, কুরআনুল কারীম সহীহ ও শুদ্ধভাবে তেলাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। তাজভীদ বিষয়ে হাফেজ মাওলানা মুফতি হোসাইন মুহা. ফেরদৌস সাহেবের 'তাসহীলুল ক্বারী' বইটি আমি দেখেছি। বইটিতে ইলমে তাজভীদের পাশাপাশি আকাইদ, মাসাইল, হাদীস ও মাসনুন দু'আ সহজ-সরল ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যা হিফজ ছাত্রদের জন্য উপকারী হবে বলে আমি মনে করি। বইটি হিফজ বিভাগের পাঠ্য হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বইটিকে সর্বোচ্চ মাকবুলিয়াত দান করুন। সংকলকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে উভয় জাহানের সফলতা নসীব করুন। আমিন।

মাহমুদুল হাসান কাসেমী

উৎসর্গ

সারোয়ারে দো'আলম হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সমস্ত উম্মতবর্গ।

সূচিপত্র

বিষয় .... **পৃষ্ঠা**
ইলমুত তাজবীদ ১১
আরবী হরফ পরিচিতি ১১
তাজবীদ ১২
হরকতের পরিচয় ১৩
মুরাক্কাব ১৩
জযমের ব্যবহার ১৪
তাশদীদের ব্যবহার ১৪
মাখরাজ ১৫
মাদ্দের বিবরণ ১৭
মাদ্দের হরফ ৩টি ১৭
মাদ্দ মোট ১০ প্রকার ১৭
এক আলিফ মাদ্দ ৩ প্রকার। যথা : ১৭
লীন এর বিবরণ ১৮
তিন আলিফ মাদ্দ দুই প্রকার ১৮
চার আলিফ মাদ্দ পাঁচ প্রকার ১৮
أَنَا (আনা-র) বিবরণ ২০
আলিফের পরিমাণ ২০
হিফজ ছাত্রদের জন্য মাদগুলো বিস্তারিতভাবে আবার দেওয়া হলো ২০
ক্বলক্বলার বিবরণ ২২
ক্বলক্বলা আদায়ের নিয়ম ২৩
ওয়াজিব গুন্নাহর বিবরণ ২৩
নূন সাকিন এবং তানবীনের বিবরণ ২৩
মীম সাকিনের বিবরণ ২৫
اَللّٰهُ শব্দের লাম পড়ার নিয়ম ২৬
সাকতার বিবরণ ২৭
ر পড়ার নিয়ম ২৭
ر পাঁচ অবস্থায় পুর করিয়া পড়িতে হয় ২৭
ر চার অবস্থায় বারিক করিয়া পড়িতে হয় ২৮

বিষয়..........পৃষ্ঠা

হায়ে যমীর পড়ার বিবরণ..........২৯
কয়েকটি জরুরী বিষয়..........৩০
তায়ে তানীসের বিরবণ..........৩১
আলিফে যায়েদার বিবরণ..........৩১
সিফাতের বিবরণ..........৩২
صفات حروف..........৩৩
সিফাতের কাজ ও ব্যবহার..........৩৪
صفت لازمة غير متضادة ৭টি..........৩৭
সিফাত বুঝার জন্য ৬টি বিষয় লক্ষ রাখা উচিত..........৪০
এক নজরে সিফাতে মুতাযাদ্দাহ..........৪১
এক নজরে সিফাতে গাইরে মুতাযাদ্দাহ..........৪২
আক্বাইদ..........৪৩
তাক্বদীর..........৪৩
ফিরিশতা..........৪৩
আসমানী কিতাব..........৪৪
পয়গাম্বর..........৪৪
নবুয়্যত ও মে'রাজ..........৪৫
সাহাবীর পরিচয়..........৪৬
মুনকার ও নকীর..........৪৬
কিয়ামত..........৪৭
পুলসিরাত..........৪৮
জান্নাত..........৪৮
জাহান্নাম..........৪৮
হাউজে কাউসার..........৪৮
শাফা'আত..........৪৯
তায়াম্মুম..........৪৯
নামাজের মাসাইল..........৪৯
রোজা..........৫২
মাসায়িল..........৫৩
বসার আদব ৩ প্রকার..........৫৩
ইস্তিঞ্জার আদব..........৫৩

বিষয় .... পৃষ্ঠা

১০ জায়গায় ইস্তিঞ্জা করা নিষেধ.. ৫৩
৬ জিনিস নিয়া ইস্তিঞ্জায় যাওয়া নিষেধ ৫৪
ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা নিষেধ ৫৪
ইস্তিঞ্জার সময় ৮ কাজ করা সুন্নাত.. ৫৪
অজুতে ৪ ফরয: ৫৫
অজু করার সুন্নত তরীক্বা ৫৪
গোসলে ৩ ফরজ.. ৫৬
তায়াম্মুমে ৩ ফরজ.. ৫৬
অজু ভঙ্গের কারণ ৭টি... ৫৬
নামাজের বাহিরে এবং ভিতরে ১৩ ফরজ ৫৭
নামাজের বাহিরে ৭ ফরজ ৫৭
নামাজের ভিতরে ৬ ফরজ। ৫৭
নামাজের ওয়াজিব ১৪টি ৫৭
নামাজের সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ১২টি ৫৮
নামাজ ভঙ্গের কারণ ১৯টি..৫৮
দুই রাকাত নামাজে ৬০টি মাস্আলা...৫৯
নামাজের প্রথম রাকাতে রুকুর আগে ১১টি মাসআলা ৫৯
রুকুতে ৬টি মাসআলা..৬০
১ম সিজদাতে ৬টি মাসআলা...৬০
২য় সিজদাতে ৬টি মাসআলা.. ৬১
২য় রাকআতে রুকুর আগে ৭টি মাসআলা... ৬১
আখেরী বৈঠকে ৫টি মাসআলা.. ৬১
জানাযার নামাজে ৩টি ফরজ... ৬১
জানাযার নামাজে ৩টি সুন্নাত ৬২
জানাযা পড়ার সুন্নাত তরীকা ৬২
মসজিদে প্রবেশ করার সুন্নাত ৫টি...৬২
মসজিদ থেকে বের হওয়ার সুন্নাত ৫টি ৬৩
জুম'আর দিনের বিশেষ ৬টি আমল ৬৩
জুম'আর দিনের আরো কয়েকটি আমল ৬৩
তিলাওয়াতের বিশেষ তিনটি ফায়দা ৬৪
তিলাওয়াতের বিশেষ দুইটি আদব ৬৪
বিশেষ তিনটি সুন্নাত ৬৪

বিষয়..পৃষ্ঠা

খাওয়ার সুন্নাত ৬৫
পিতা মাতার হক ১৪টি..৬৫
জীবিত অবস্থায় ৭টি ৬৫
মৃত্যুর পর ৭টি ৬৬
কালিমা সমূহ ৬৭
মাসনুন দু'আ ৬৮
আযান ও নামাজের দোয়া ৭৩
আযানের জওয়াব ৭৩
ইকামত..৭৪
আযান শেষে এই দু'আ পড়িতে হয় :..৭৪
* আত্তাহিয়্যাতু / তাশাহহুদ : ৭৪
* দুরূদ শরীফ : ৭৫
* দু'আয়ে মাসুরা : ৭৫
* দু'আয়ে কুনুত : ৭৫
* কুরবানীর দু'আ :... ৭৬
* আকিকার দু'আ : ৭৬
হিফযে সূরাহ ৭৭
হাদীস শরীফ ৮২
হাদীস মুখস্থ করার ফযীলত ৮২
আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নাম ৯১
জুমার প্রথম খুৎবা...৯৩
ছানী খুৎবা ৯৪
বিবাহের খুৎবা...৯৬

ইলমুত তাজবীদ

আরবী হরফ পরিচিতি

আরবী হরফ (বর্ণমালা) ২৯টি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ج جيم	ث ثا	ت تا	ب با	ا الف
ر را	ذ ذال	د دال	خ خا	ح حا
ض ضاد	ص صاد	ش شين	س سين	ز زا
ف فا	غ غين	ع عين	ظ ظا	ط طا
ن نون	م ميم	ل لام	ك كاف	ق قاف
	ي يا	ء همزه	ه ها	و واو

তাজবীদ

প্রশ্ন : তাজবীদ অর্থ কি?

উত্তর : তাজবীদ অর্থ সুন্দর করা বা উত্তম করা।

প্রশ্ন : তাজবীদ কাকে বলে?

উত্তর : কুরআন মাজীদের প্রতিটি হরফকে তার নিজস্ব মাখরাজ থেকে সিফাতসহ আদায় করাকে তাজবীদ বলে।

লিখার সুবিধার্থে ২৯টি হরফকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

১. এক নাম্বারে চার হরফ .... ا م ط ظ

২. দুই নাম্বারে পাঁচ হরফ .... ب ت ث ف ك

৩. তিন নাম্বারে তিন হরফ .... ج ح خ

৪. চার নাম্বারে পাঁচ হরফ .... د ذ ر ز و

৫. পাঁচ নাম্বারে চার হরফ .... س ش ص ض

৬. ছয় নাম্বারে তিন হরফ .... ن ق ل

৭. সাত নাম্বারে তিন হরফ .... ء ع غ

৮. আট নাম্বারে দুই হরফ .... ه ي

হরকতের পরিচয়

*** হরকত :** এক যবর ـَ এক যের ـِ এক পেশ ـُ কে হরকত বলে। * আলিফে যবর, যের, পেশ বা জযম হইলে ঐ আলিফকে হামযাহ্ বলে।

* উপরেরটার নাম যবর।
* নিচেরটার নামা যের।
* উপরের এক মাথা গোলটার নাম পেশ।
* হরকতের উচ্চারণ তাড়াতাড়ি পড়িতে হয়।

যেমন : যবর দিয়ে .... اَ-بَ-تَ-ثَ

যের দিয়ে .... اِ-بِ-تِ-ثِ

পেশ দিয়ে .... اُ-بُ-تُ-ثُ

মুরাক্কাব

মুরাক্কাব : ডাইনের হরফকে বামের হরফের সঙ্গে মিলাইয়া লিখাকে মুরাক্কাব বলে । আরবি হরফগুলি মিলিত অবস্থায় তাহার ডান মাথা দেখিয়া চিনিতে হয়।

* ২২ হরফে মুরাক্কাব হয়। যেমন : بِا-تا-بو-تو-بِي-تِي

বাকি সাত হরফে মুরাক্কাব হয় না। যেমন : دا-ذا-را-زا-وا-ءا-اا

* এক দাঁত দিয়া পাঁচ হরফ। যেমন : بِا-نا-يا-تا-ثا

* ح এর মাথা দিয়া তিন হরফ। যেমন : حا-خا-جا

* তিন দাঁত দিয়া দুই হরফ। যেমন : سا-شا

* ص এর মাথা দিয়া দুই হরফ। যেমন : صا-ضا

* ط এর মাথা দিয়া দুই হরফ। যেমন : طا-ظا

* ع এর মাথা দিয়া দুই হরফ। যেমন : عا-غا

* ف গোল মাথা দিয়া দুই হরফ। যেমন : فا-قا

জযমের ব্যবহার

ـْـ জযম ওয়ালা হরফ, ডান দিকের হরকতের সঙ্গে একত্রে একবার পড়িতে হয়।

ডান দিকের হরকত ছাড়া জযম এবং তাশদীদ ওয়ালা হরফ পড়া যায় না। যেমন : اَتْ-اَكْ-حَمْ-بِسْ-فِرْ-قُلْ-كُمْ

তাশদীদের ব্যবহার

তাশদীদ ওয়ালা হরফ দুইবার পড়া যায়। প্রথমবার ডান দিকের হরকতের সঙ্গে (জযমের মত) দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের সঙ্গে।

যেমন : اِلَّا-رَبَّ-اَمَّ-اِيَّا-حَيَّ-خُصَّ-كُفَّا

বি. দ্র. এখানে হরফ, মুরাক্কাব, জযম ও তাশদীদের পরিচয় ও ব্যবহার দেখানো হলো। বিস্তারিত মশক করে নিতে হবে।

মাখরাজ

হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে।
আরবী হরফ ২৯টি মাখরাজ ১৭টি।

১ নাম্বার মাখরাজ, হলকের শুরু হইতে– .... ء-ه

২ নাম্বার মাখরাজ, হলকের মধ্যখান হইতে–........... ع-ح

৩ নাম্বার মাখরাজ, হলকের শেষ হইতে–........... غ-خ

৪ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার গোড়া,তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া, দুই নুক্তাওয়ালা– .... ق

৫ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার গোড়া থেকে একটু আগে বাড়িয়া, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া মধ্যখান পেঁচানো–........ ك

৬ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার মধ্যখান, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া–.. ج-ش ي

৭ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার গোড়ার কিনারা, উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া– ....ض

৮ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগার কিনারা, সামনের উপরের দাঁতের মাড়ির সঙ্গে লাগাইয়া– .... ل

৯ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া– .... ن

১০ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগার পিঠ, তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগাইয়া– .... ر

১১ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সঙ্গে লাগাইয়া– .... ط-د-ت

১২ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা সামনের নিচের দুই দাঁতের পেট ও আগার সঙ্গে লাগাইয়া– .... ص-س-ز

১৩ নাম্বার মাখরাজ, জিহ্বার আগা, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া– .... ظ-ذ-ث

১৪ নাম্বার মাখরাজ, নিচের ঠোঁটের পেট, সামনের উপরের দুই দাঁতের আগার সঙ্গে লাগাইয়া– .... ف

১৫ নাম্বার মাখরাজ, দুই ঠোঁট হইতে و-ب-م উচ্চারিত হয়।

দুই ঠোঁট গোল করিয়া একটু খানি ফাঁক রাখিয়া و উচ্চারিত হয়। দুই ঠোঁটের ভেজা জায়গা হইতে ب উচ্চারিত হয়। দুই ঠোঁটের শুকনা জায়গা হইতে م উচ্চারিত হয়।

১৬ নাম্বার মাখরাজ, মুখের খালি জায়গা হইতে মদের হরফ পড়া যায়। .... بَا-بُوْ-بِيْ

১৭ নাম্বার মাখরাজ, নাকের বাঁশি হইতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। اَنَّ-ثُمَّ

মাদ্দের বিবরণ

*** হরকতের উচ্চারণ টানিয়া পড়াকে মাদ্দ বলে।**

মাদের হরফ ৩টি

১. যবরের বাম পাশে খালি আলিফ মাদের হরফ – بَا

২. পেশের বাম পাশে জযম ওয়ালা ওয়াও মাদের হরফ – بُوْ

৩. যেরের বাম পাশে জযম ওয়ালা ইয়া মাদের হরফ– بِيْ

মাদের হরফ হইলে, তাহার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : بَا-بُوْ-بِيْ

মাদ্দ মোট ১০ প্রকার

এক আলিফ মাদ ৩ প্রকার। যথা :

১. মাদ্দে তবায়ী ২. মাদ্দে বদল ৩. মাদ্দে লীন

১. **মাদ্দে তবায়ী :** মাদ্দের হরফ হইলে তাহার ডান দিকের হরকতকে এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। যেমন : نُوْحِيْهَا

* খাড়া যবর (ـٰ) খাড়া যের (ـٖ) উল্টা পেশ (ـٗ) ইহলে, এক আলিফ টানিয়া পড়িতে হয়। ইহাকেও মাদ্দে তবায়ী বলে।

যেমন : ـٰـٖـٗ , بٰ بٖ بٗ

২. **মাদ্দে বদল :** হামযার হরকতের সঙ্গে এক আলিফ টানিয়া যেই মদ পড়া যায়, ইহাকে মাদ্দে বদল বলে।

যেমন : اٰمَنَ-اُوْمِنَ-اِيْمَانًا